পাক্ষিক

আহমদী

দ্বাদশ বর্ষ | চতুর্দ্দশ সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য—৩, | প্রতি কপি—৵০

৩১শে মাহে ওফা—১৩২১ হিঃ, শঃ —— [৩১শে জুলাই, ১৯৪২ ইং

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

و على عبده المسيح الموعود -

লিবিয়ার যুদ্ধের অবস্থা স্বপ্নযোগে অবগত

ইংরাজ জাতি যদি আহমদীয়া জমাতকে দোয়া করিবার জন্য অনুরোধ জানায় এবং নিজেরাও প্রার্থনা করে তবে বর্ত্তমান সঙ্কটেও তাহারা রক্ষা পাইতে পারে

ইসলামের পবিত্র স্থান-সমূহ ও ভারতের বিপদ

মিশরবাসী, মক্কা-মদিনা ও স্বদেশের জন্য প্রার্থনার আবশ্যক

[আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান নেতা হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানিহ (আইঃ)]

(২৬শে এহসান বা জুন মাসের খোৎবার সারমর্ম্ম)

১৯৪০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমি কিছু দিনের জন্য সিমলা গিয়াছিলাম এবং সার চৌধুরী জাফরউল্লাহ খান সাহেবের বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলাম। খুব সম্ভব ২০শে সেপ্টেম্বরের দুই চারি দিন পরের কোন তারিখে আমি রাত্রে স্বপ্নে দেখি, আমি যেন মিসরে আছি এবং লীবিয়ায় শত্রুপক্ষের সৈন্য এবং ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রটি আমাকে এই আকৃতিতে দেখান হয়—ইংরাজের এলাকা যেন একটি হল বা বড় কোঠার ন্যায়, সেই হলের এক দিক হইতে সিড়ি নামিয়া আসিয়াছে, চওড়া সিড়িগুলি কিছু দূর গিয়া যেন এক দিকে মুড় ফিরিয়াছে; অর্থাৎ সিড়িগুলিই যেন সেই হলে যাইবার রাস্তা। আমি দেখিলাম, ইংরাজ সৈন্য যেন শত্রুপক্ষের চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পিছনে হটিতেছে। তাহারা খুব বাহাদূরীর সহিত যুদ্ধ করিতেছে বটে, কিন্তু শত্রুর শক্তি এত বেশী যে, তাহারা তাহাদের প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারিতেছে না। উভয় পক্ষের হাতেই রাইফল রহিয়াছে এবং উভয় পক্ষই পরস্পরকে বেয়নেট চার্জ্জ করিতেছে। আমি দেখিলাম, প্রথমতঃ ইংরাজ সৈন্যগণ সিড়ির অপর প্রান্তে শত্রু-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু আস্তে আস্তে সিড়ির উপর উঠিতেছে; শত্রুগণও তাহাদের পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতেছে, এমন কি, সিড়ি শেষ হইয়া গেল এবং ইংরাজ সৈন্যগণ হলে প্রবেশ করিল এবং শত্রুসৈন্যগণও তাহাদের পিছনে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে হইল, ইংরাজ সৈন্য যেন দুর্ব্বল অবস্থায় পড়িয়াছে এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য যেন আমি আমার অন্তরে এক প্রেরণা অনুভব করিতেছি। এই প্রেরণায় আমি গৃহে আসিয়া মিয়া বশীর আহমদ সাহেবকে তালাস করি এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলি, আমরা সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতে পারি না বটে, কিন্তু আমাদের নিকট রাইফল ও বন্দুক আছে, তৎসাহায্যে আমরা নিজেদের পক্ষ হইতে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে পারি। এই বলিয়া আমি তাঁহাকে লইয়া অগ্রসর হই। স্বপ্নের দৃশ্যও আশ্চর্য্য হয়। তখন যুদ্ধ যদিও হলে হইতেছিল তবু হলের প্রাচীর যেন কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে-নাই এবং আমি যেন হলের ভিতরকার সব অবস্থা দেখিতে পাইতেছি। আমরা দূরে দাঁড়াইয়া আছি এবং স্বপ্নেই অনুভব করিতেছি যেন আমরা বন্দুক চালাইতেছি। যদিও বাহ্যিক বন্দুক চালাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না কিন্তু ফায়ার করিয়াছি

বলিয়া মনে হয়। আমাদের ফায়ার করার পর ইংরাজ সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল; শত্রুগণও কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিল এবং এক এক ইঞ্চিতে যুদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু আমি দেখিলাম ইংরাজ সৈন্য শত্রু পক্ষকে হটাইতে হটাইতে সিড়ি পর্য্যন্ত নিয়া গেল এবং সিড়ির অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিল, অর্থাৎ আপন এলাকা হইতে বাহির করিয়া দিল। তখন একটি বাণী হইল, **"দুই তিন বার এরূপ হইয়াছে।"** অর্থাৎ কখন শত্রু সৈন্য ইংরাজ সৈন্যকে হটাইয়া দিল, আবার কখন ইংরাজ সৈন্য শত্রু সৈন্যকে হটাইয়া আপন দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল এবং দুই তিন বার এরূপ হইল।

এই স্বপ্ন এমন সময় দেখান হইয়াছিল যখন লিবিয়াতে ইংরাজ সৈন্য কোন পদবিক্ষেপ করে নাই। ইটালীর সৈন্য মিসরে কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইতেছিল। পরদিবসই আমি এই স্বপ্ন চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেবকে শুনাই এবং বলি যে, আমার মনে হয় লিবিয়াতে এই প্রকার যুদ্ধ হইবে যে, কখন ইংরাজ সৈন্য শত্রু সৈন্যকে বহু দূর হটাইয়া দিবে, আবার কখন শত্রু সৈন্য ইংরাজ সৈন্যকে হটাইতে হটাইতে ইংরাজের এলাকায় আসিয়া প্রবেশ করিবে। আর আমি যে, স্বপ্নে দেখিলাম, আমরা ফায়ার করিতেছি, ইহার অর্থ আমি দোয়া মনে করি এবং "বশীর আহমদ" নাম বাশারত বা সুসংবাদ বুঝায় এবং ইহার 'তাবীর' (ব্যাখ্যা) আমি এই করি যে, হইতে পারে আমাদের দোয়ার বরকত বা কল্যাণে আল্লাহতা'লা ইংরাজ সৈন্যকে শেষ বার শত্রুসৈন্যকে হটাইয়া দিতে তৌফিক বা ক্ষমতা দিবেন। স্বপ্নে যে-ঘটনা শেষ বার দেখান হয় কার্য্যতঃও তাহা শেষ বার সংঘটিত হওয়া কোন অপরিহার্য্য বিষয় নহে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ইহাই হয় যে, যাহা শেষ বার দেখান হয় কার্য্যতঃও তাহাই শেষ বার হয়। যাহাহউক, আমি স্বপ্নে যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাই চৌধুরী জাফর উল্লাহ খান সাহেবকে বলিয়া দিয়াছিলাম এবং তৎপর দিবস চৌধুরী সাহেব এই স্বপ্নের কথা তাঁহার কতিপয় বন্ধুকে এবং হিজ একসেলেন্সি ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী সার লিথরেটকে বলেন। তিনি এই স্বপ্ন শুনিয়া এত প্রভাবান্বিত হন যে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবস যখন তিনি চৌধুরী সার জাফর উল্লাহ খান সাহেবের নিকট চা পান করিতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি স্বয়ং এই স্বপ্নের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এবং আমি তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ স্বপ্নটি বর্ণনা করি।

এই স্বপ্নের দুই মাস পর ইংরাজ সৈন্য শত্রু সৈন্যকে হটাইতে হটাইতে কয়েক মাইল পিছাইয়া দেয়। ১৯৪১ সনে শত্রু সৈন্য পুনরায় অগ্রসর হইয়া ইংরাজ সৈন্যকে হটাইতে হটাইতে মিসর সীমান্তে নিয়া আসে। ১৯৪১ সনের নবেম্বর মাসে পুনরায় ইংরাজ সৈন্য আক্রমণ করিয়া শত্রু সৈন্যকে কয়েক শত মাইল পিছনে হটাইয়া দেয়, এবং এখন তাজা খবর এই যে, শত্রু সৈন্য ইংরাজ সৈন্যকে পিছনে হটাইয়া মিসরের সীমানায় নিয়া আসিয়াছে। *

আমি এই স্বপ্ন ১৯৪০ সনের বার্ষিক সম্মেলনে বিশ পঁচিশ হাজার লোকের সামনে শুনাইয়াছিলাম এবং খুব সম্ভব সেই সম্মেলনের রিপোর্টে তাহা প্রকাশিতও হইয়াছে। আল্লাহতা'লা আলেমুল্-গায়েব (অদৃশ্য এবং ভবিষ্যতের বিষয় জ্ঞাত), ইহা তাঁহার আলেমুল-গায়েব বা অদৃশ্য ও ভবিষ্যৎ বিষয় জ্ঞাত থাকার এক জলন্ত প্রমাণ। এই লিবিয়ার যুদ্ধ এরূপ এক যুদ্ধ যে, ইতিহাসে ইহার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। প্রথম এক সৈন্যদল অপর সৈন্যদলকে পিছনে হটাইতে হটাইতে কয়েক শত মাইল লইয়া গেল এবং পুনরায় অপর সৈন্যদল প্রথম সৈন্যদলকে পিছনে হটাইয়া দিল এবং ক্রমাগত দুই তিনবার এরূপ হইল এবং প্রত্যেক বারই বিজয়ী পক্ষ মনে করিল যে, তাহারা অপর পক্ষের শক্তি একেবারে বিনষ্ট করিয়া দিল, এরূপ ঘটনা ইতিহাসে নাই। আমি সম্প্রতি এক ইংরাজ সমর-বিশেষজ্ঞের এক মন্তব্য পড়িয়াছি। তিনি এক প্রবন্ধের ভিতর এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি রাশিয়ার যুদ্ধকে অসাধারণ বলিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, শত্রুপক্ষ কোন দেশে এতদূর অগ্রসর হইবার পর পুনরায় অপর পক্ষ তাহাদিগকে পিছনে হটাইয়া দিতে সমর্থ হইবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুজিয়া পাওয়া যায় না।

তাহার এই উক্তি সত্য হউক বা নাই হউক, কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, লিবিয়ার যুদ্ধের কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নিশ্চয়ই খুজিয়া পাওয়া যায় না। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে কয়েক শত মাইল হটাইয়া দিল, পুনরায় দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে হটাইতে হটাইতে বাহির করিয়া দিল, পুনরায় দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে শত শত মাইল হটাইয়া দিল, এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু লিবিয়ার যুদ্ধে, যেমন আল্লাহতালা আমাকে জানাইয়াছিলেন, তিনবার এরূপ হইল এবং তিনবারই এক পক্ষ মনে করিল যে, অপর পক্ষকে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া দিয়াছে। প্রথম ইটালীর সৈন্য অগ্রসর হইল এবং মনে করিল যে, ইংরাজ সৈন্যকে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া দিয়াছে। পুনরায় ইংরাজ সৈন্য অগ্রসর হইল এবং শত্রুপক্ষের এক লক্ষাধিক সৈন্য বন্দী করিল এবং খবর আসিতে লাগিল যে, তাহারা লিবিয়ার শেষ প্রান্তে ইহার রাজধানী ত্রিপলিতে প্রবেশ করিবে। কিন্তু পুনরায় হটাৎ ইংরাজ সৈন্য পরাজিত হইল, তাহাদের পনর বিশ হাজার সৈন্য বন্দী হইল, তন্মধ্যে দুই জন বড় সেনাপতি ছিল—এক জন সেনাপতি এরূপ ছিল যে, যুদ্ধের স্কীম তৈয়ার করিত। তাহাদের বড় বড় ট্যাঙ্ক নষ্ট হইল এবং ইংরাজ সৈন্য এরূপ ভাবে পিছে হটিতে লাগিল যে, মনে হইল যেন তাহারা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু আল্লাহতা'লা পুনরায় তাহাদিগকে শক্তি দিলেন এবং তাহারা শত্রু পক্ষকে হটাইতে লাগিলেন, তাহাদের ৩৬ হাজার সৈন্য বন্দী করিলেন এবং এই সংবাদ ছাড়াইতে লাগিল যে, এখন আর শত্রু পক্ষ টিকিতে পারিবে না। কিন্তু শত্রুপক্ষ পুনরায় ইংরাজ সৈন্যকে হটাইতে লাগিল এবং মিসরের সীমায় নিয়া আসিল এবং ত্রিশ হাজার সৈন্য বন্দী করিল।

* বর্ত্তমানে শত্রু সৈন্য মিসরে প্রবেশ করিয়া কতকটা অগ্রসরও হইয়াছে। সঃ আঃ

এই সকল ঘটনা চিন্তাশীল লোকদের জন্য ইসলাম ও আহমদীয়াতের সত্যতার এক প্রকাশ্য প্রমাণ। মানুষ বিশেষজ্ঞদের অভিমত নেয়, জ্যোতীষদের নিকট জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু তাহাদের সমস্ত কথাই আনুমানিক এবং অমূলক হয়। কেহ জিজ্ঞাসা করে, অমুক মেয়ের গর্ভে কি সন্তান হইবে? তাহারা এক টুকরা কাগজ লিখিয়া দিয়া বলে, "এতকাল পর এই টুকরা কাগজ খানা খুলিয়া দেখিও।" যখন খোলা হয় তখন দেখা যায় যে, তাহাতে লিখা আছে—"লাড়কা না লাড়কী", অর্থাৎ "ছেলে না মেয়ে"। যদি মেয়ে হয় এবং জ্যোতিষকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তুমি তো বলিয়াছিলে, ছেলে হইবে, তখন সে উত্তর দেয়, আমি তো লিখিয়া দিয়াছিলাম, "ছেলে হইবে না, মেয়ে হইবে।" আর যদি ছেলে হয় এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তুমি তো লিখিয়াছিলে, "ছেলে হইবে না, মেয়ে হইবে।" তখন সে বলে, আমি লিখিয়াছিলাম যে, "ছেলে, মেয়ে নয়।" আর যদি কিছুই না হয় তবে সে বলে, আমি তো লিখিয়া দিয়াছিলাম যে, "ছেলে না মেয়ে, অর্থাৎ কিছুই হইবে না।" মোটকথা তাহারা তিনটি সম্ভাবনার দিক লক্ষ্য রাখিয়া উত্তর দেয় এবং সর্ব্বদাই তাহারা এরূপই করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু খোদাতা'লা আমাকে যে-বিষয় জানাইয়াছিলেন তাহা এক স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ছিল! ইহা এরূপ এক ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যাহার দৃষ্টান্ত অল্পই মিলে, বরং মিলেই না। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আর একটি বিষয় যাহা জানান হইয়াছে তাহা এই যে, **আমি এবং আহমদীয়া জমাত যদি দোয়া করি তবে ইংরাজদের কৃতকার্য্যতা হইতে পারে।** আল্লাহতা'লার তরফ হইতে এই বাশারত বা সুসমাচার রহিয়াছে যে, আমাদের জমাত যদি দোয়া করে তবে তিনি এই বিপদ দুরীভূত করিয়া দিবেন।

আমি পুনঃ পুনঃ ইংরাজদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি যে, **যদি তাহারা সরলান্তঃকরণে আমাদের নিকট দোয়ার জন্য প্রার্থী হয় তবে আল্লাহতালা তাহাদের বিপদ দূর করিয়া দিবেন।** কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভৌতিক উন্নতির দরুণ তাহাদের মধ্যে এই প্রেরণা হয় না যে, আমাদিগকে দোয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। একজন অতি বড় ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী আমাদের এক সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "আমার মতে তো দোয়ার জন্য অনুরোধ জানান কোন আপত্তিকর বিষয় নয়, তবে কোন পরামর্শদাতা বলিয়াছেন যে, ইহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরাজদের প্রতি বদজন্নি বা সন্দেহ জন্মিবে।" কিন্তু ইংরাজ জাতি এখন এরূপ বিপদের ভিতর দিয়া অতিক্রম করিতেছে যে, এরূপ বদজন্নি বা সন্দেহের কোন পরওয়া করা উচিত ছিল না। এখন কি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনে তাহাদের প্রতি সন্দেহ নাই? প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তো তাহাদের প্রতি এই দোষারোপ করিতেছে যে, তাহারা প্রত্যেক ব্যাপারে অপর পক্ষের সঙ্গে মিলিয়া যায় এবং ঝগড়া সৃষ্টি করে। কংগ্রেসের এই অভিযোগ যে, তাহারা মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলিয়া হিন্দু মোসলেমের মধ্যে মিলন ও ঐক্য হইতে দেয় না। মুসলিম লীগ বলে যে, তাহারা কংগ্রেসের ভয়ে মোসলমানদিগকে তাহাদের ন্যায়তঃ প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিতেছে। সোসেয়েলিষ্ট বা সমাজতন্ত্রীদল বলে যে, তাহারা কেপিটেলিষ্ট বা ধনিকদের মুষ্টির ভিতর; আবার কেপিটেলিষ্টগণ বলে যে, তাহারা ব্রিটিশ কেপিটেলিষ্টদিগকে লাভবান করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে শোষণ করিতেছে। মোটকথা এমন একটি সম্প্রদায় বা দলও নাই যাহারা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের প্রতি সন্তুষ্ট। অতএব এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ জন্মিবার ভয়ে তাহাদের দোয়া করাইতে মনোযোগী না হওয়ার এবং আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য প্রার্থী না হইয়া আপন বিপদ দীর্ঘ করিবার কোনই হেতু নাই। তুপ, উরুজাহাজ, ট্যাঙ্ক, সৈন্য ইত্যাদি উভয় পক্ষেরই আছে। এগুলি কখন এক পক্ষের অধিক হইয়া যায়, কখন অপর পক্ষের অধিক হইয়া যায়। কিন্তু একটি জিনিষ আছে যাহা এই দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষেরও নাই, তাহা হইল—আল্লাহতা'লার দিকে আকৃষ্ট হওয়া এবং দোয়া করা। এই জিনিষ ইংরাজের কাছেও নাই, তাহাদের শত্রুদের কাছেও নাই। অবশ্য বাহ্যিক ভাবে দোয়া করার এবং খোদাতালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার অভিনয় ইংরাজ এবং তাহাদের সঙ্গীগণ এবং তাহাদের শত্রুগণও করে। কিন্তু দোয়া করার অর্থ এই নয় যে, মানুষ আপন ভ্রান্ত ধারণাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া বলে, আমি খোদার নিকট দোয়া করি,—অথচ তাঁহার জন্য কোন কোরবানী বা ত্যাগ স্বীকার করে না। কোন কোরবানী না করিয়া মৌখিক ভাবে কিছু চাওয়া কাহারো পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়। অতএব তাহারা যে দোয়া করে তাহা কেবল খেয়ালী বা কাল্পনিক এবং তাহাতে কোন কাজ হইবে না। যেমন কাঠের তুপ, রবারের নৌকা, টিনের উরু জাহাজ, এবং কাচের বানান কাল্পনিক সৈন্য কোন কাজে আসিতে পারে না, তদ্রূপ এই প্রকারের দোয়াও কোন কাজে আসিতে পারে না। খাটি তুপ, খাটি জাহাজ, খাটি ট্যাঙ্ক এবং খাটি মানুষই যেমন যুদ্ধে কাজে আসে, তেমনি খাটী দোয়াই উপকারে আসে। আল্লাহতা'লা মানুষের স্বভাব খুব অবগত আছেন। তাই তিনি এরূপ সময়ে এ আশা পোষণ করেন না যে, সমস্ত জাতিই ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া লউক, কেননা ইহা দীর্ঘ তর্কবিতর্ক ও দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। কিন্তু এতটুক তিনি নিশ্চয়ই আশা করেন যে, মানুষ আত্ম-সংশোধনের প্রতি মনোযোগী হইয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া লউক যে, খোদাতা'লার বাণী যাহাই হইবে তাহাই সে গ্রহণ করিবে। **আজ আল্লাহতা'লা ইংরাজগণ হইতে এ আশা করেন না যে, তাহারা খৃষ্টান ধর্ম্ম ছাড়িয়া ইসলাম গ্রহণ করুক, অবশ্য তাহাদের মনের পরিবর্ত্তন তিনি নিশ্চয়ই চাহেন এবং চাহেন যে, তাহারা যে-খোদাকে দেখে নাই সেই অদৃশ্য খোদাকে সম্বোধন করিয়া বলুক, হে মোদের প্রভো! আমরা জানি না, তোমার সত্য কোথায় আছে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে একথা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতেছি যে, তুমি এক মহা পরাক্রমশালী অস্তিত্ব বিদ্যমান আছ এবং তোমার নিকট আমরা এই প্রার্থনা করি যে, তুমি এই বিপদ আমাদিগ হইতে টলাইয়া**

দাও, এবং আমরা তোমার নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তোমার সত্য যেখানেই পাওয়া যাইবে আমরা তাহা গ্রহণ করিব। যুদ্ধ-রত জাতি-সমূহের মধ্যে যদি কেহ মনের মধ্যে এতটুক পরিবর্ত্তন আনিয়াই খোদার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তিনি সেই জাতি হইতে বিপদ অপসারিত করিয়া দিবেন এবং তাহাদিগকে কৃতকার্য্যতার পথে পরিচালিত করিবেন।

মিসরের সঙ্কট

যাহাহউক, যুদ্ধ এরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় পৌছিয়াছে যে, ইসলামের পবিত্র স্থান সমূহ ইহার পাল্লায় আসিয়া পড়িয়াছে। মিসরের লোকের সঙ্গে আমাদের যতই ধর্ম্মীয় মতভেদ থাকুক না কেন, তাহারা ইসলামের যে-ব্যাখ্যা করে তাহার সহিত আমরা যতই মতভেদ করি না কেন, কিন্তু একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, তাহারা বাহ্যতঃ আমাদের খোদা, আমাদের রসুল, এবং আমাদের কেতাবকে মানে। তাহাদের অধিকাংশ ইসলামের পেশ-করা খোদার জন্য, ইসলামের কেতাবের জন্য এবং ইসলামের রসুলের জন্য গয়রত বা আত্ম-সম্মান-বোধ রাখে। ইসলামী লিটারেচার প্রকাশ এবং সংরক্ষণ করার কার্য্যে এই জাতি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আজ আমরা আমাদের মাদ্রাসায় বুখারী, মোসলেম ইত্যাদি যে-সকল হাদীসগ্রন্থ পড়াই তাহা মিসর হইতেই প্রকাশিত। ইসলামের দুর্লভ কেতাব সমূহ মিসরেই প্রকাশিত হয় এবং মিসরী জাতি ইসলামের জন্য অনেক হিতকর কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এই জাতি নিজ ভাষা ভুলিয়া আরবী ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, নিজ জাতীয়তা ভুলিয়া আরব জাতির অঙ্গীভূত হইয়াছে; আজ এই দুই জাতির মধ্যে কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। মিসরে আরবী ভাষা, আরবী সভ্যতা, আরবী রীতি-নীতি এবং মোহাম্মদ আরবীর (ছাঃ) ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং মিসরের বিপদ ও ধ্বংস প্রত্যেক মোসলমানের জন্য দুঃখের কারণ হওয়া উচিত, সেই মোসলমান যে-কোন সম্প্রদায়ভুক্তই হউক না কেন এবং ধর্ম্মের দিক দিয়া মিসরীয়গণ হইতে তাহারা যতই মতভেদ রাখুক না কেন।

মক্কা-মদিনার সঙ্কট

দ্বিতীয়তঃ মিসরের সঙ্গেই সেই ভূমি আরম্ভ হয় যাহার অনুপরমাণু আমাদের নিজদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। সুয়েজ কেনেল পার হইয়াই কয়েক দিনের পথ পরেই সেই পবিত্র ভূমি আরম্ভ হয় যে-খানে আমাদের প্রভুর পবিত্র দেহ শায়িত আছে, যাহার গলিতে মোহাম্মদ মোস্তফার (ছাঃ) পবিত্র পদ-বিক্ষেপ পড়িত, যাহার কবরস্তানে তাঁহার প্রেমিকগণ খোদাতা'লার অনুগ্রহের নীচে সুমিষ্ট নিদ্রায় সেই দিনের অপেক্ষায় শায়িত আছেন যেদিন সিঙ্গা বাজিবে এবং তাঁহারা "লাব্বায়েক" বলিয়া আপন 'রাব' বা মহা প্রভুর নিকট হাজের হইবেন। দুই শত বা আড়াই শত মাইল পরই সেই ঘর বিদ্যমান যাহাকে আমরা খোদার ঘর বলি এবং যে-ঘরের দিক মুখ করিয়া আমরা প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচবার নামাজ পড়ি এবং 'জিয়ারত' ও হজ্জ (অর্থাৎ তীর্থদর্শন) করিতে যাই যাহা ধর্ম্মের স্তম্ভ সমূহের মধ্যে অন্যতম স্তম্ভ। এই পবিত্র স্থান মাত্র কয়েক শত মাইল দূরে এবং আজকালকার মটর ও ট্যাঙ্কের গতিতে চারি পাঁচ দিনের পথ মাত্র। কিন্তু ইহার হেফাজতের জন্য ব্যবস্থা নাই। সেখানে যে-গবর্ণমেণ্ট আছে তাহার নিকট ট্যাঙ্কও নাই, উরু জাহাজও নাই বা হেফাজতের আর কোন উপকরণও নাই। ইসলামের ধনাগার উন্মুক্ত-দ্বার হইয়া পড়িয়া আছে, বরং বলা উচিত যে, সেই ধনাগারের প্রাচীরও নাই। এমতাবস্থায় যতই শত্রুগণ এই স্থানের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই এক মোসলমানের হৃদয় এই ভাবিয়া কাপিয়া উঠে যে, না জানি কল্য কি হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আল্লাতা'লা স্বয়ং এই সকল স্থানের হেফাজত (সংরক্ষণ) করিবেন। কিন্তু আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদিগকে আমাদের দায়ীত্ব-মুক্ত করিতে পারে না। যেমন মক্কা সম্বন্ধে খোদাতালার ওয়াদা ছিল যে, তিনি উহাকে রক্ষা করিবেন, যেমন ইসলাম সম্বন্ধে খোদাতালার ওয়াদা ছিল যে, তিনি উহাকে রক্ষা করিবেন তেমনি রসুল করীমকে (ছাঃ) রক্ষা করিবেন বলিয়াও খোদাতা'লা ওয়াদা করিয়াছিলেন। আল্লাহতা'লা কোরান-শরীফে বলিয়াছেন —والله يعصمك من الناس "আল্লাহ তোমাকে লোকের হাত হইতে রক্ষা করিবেন।" কিন্তু এই ওয়াদা এবং এরূপ পবিত্র ও সুনিশ্চিত ওয়াদা হওয়া সত্ত্বেও ছাহাবা বা রসুল করীমের (ছাঃ) পার্ষদগণ নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকেন নাই, বরং মদিনায় গমনের কাল হইতে তাঁহার ওফাত বা অন্তর্ধানের কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহার গৃহ পাহাড়া দেন। অনবরত তাঁহাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহতালা 'আরশ' হইতে তাঁহার হেফাজতের ওয়াদা করিয়াছেন; তাঁহাদের এই দৃঢ় বিশ্বাসও ছিল যে, আল্লাহতালা তাঁহাকে হেফাজত করিবার শক্তি রাখেন এবং স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের আগ্রহ, তাঁহাদের আকাঙ্খা ও তাঁহাদের অভিলাষ এই ছিল যে, আল্লাহতা'লা মোহাম্মদকে (ছাঃ) রক্ষা করিবার জন্য যে-অস্ত্র ব্যবহার করিবেন তাহা যেন তাঁহারা হন। খোদাতা'লার ওয়াদা সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সন্দেহ ছিল না, আঁহজরতের বাক্যের উপরও তাঁহাদের কোন সন্দেহ ছিল না, কিন্তু খোদাতালার সেই ওয়াদা পূরণের উপকরণ হইবার জন্য তাঁহারা লালায়িত ছিলেন, হজরত মোহাম্মদের (ছাঃ) রক্ষার উপায় সাজিবার জন্য তাঁহারা আকাঙ্খিত ছিলেন, এবং আল্লাহতালা তাঁহাদের আকাঙ্খা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ক্রমাগত দশ বৎসর পর্য্যন্ত নিজেদের এবং প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনদের প্রাণ বলি দিয়া নিজদিগকে খোদাতালার অস্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। মোহাজের * এবং আনছারগণ * মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) সম্মুখে ও পিছনে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রথম এবং শেষ আগ্রহ ও আকাঙ্খা এই ছিল যে, তাঁহারা যেন 'ফানা' (অস্তিত্বহীন) হইয়া যান, টুক্‌রা টুকরা হইয়া যান, কিন্তু আঁ-হজরতের (ছাঃ)

* মোহাজের—যাঁহারা নিজেদের ইমান রক্ষার্থ মক্কা হইতে মদিনায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনছার—যাঁহারা মোহাজেরগণকে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

দেহে যেন কোন আঁচড়ও না লাগে। বস্তুতঃ হজরত মোহাম্মদকে (ছাঃ) রক্ষা করিবেন বলিয়া আল্লাহতালার ওয়াদা থাকা সত্ত্বেও এবং সেই ওয়াদায় ছাহাবাগণের দৃঢ়-বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ছাহাবাগণ আঁ-হজরতকে (ছাঃ) রক্ষা করিবার জন্য অতুলনীয় ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহতা'লা মক্কা ও মদিনাকে রক্ষা করিবেন বলিয়া ওয়াদা করিয়াছেন, কিন্তু আল্লাহতা'লা কোন জিনিষকে রক্ষা করিবার জন্য আকাশ হইতে ফেরেস্তা অবতীর্ণ করেন না, তাঁহার কতিপয় বান্দাকেই ফেরেস্তায় পরিণত করেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ে সেই ওয়াদা পূর্ণ করিবার অস্ত্র সাজিবার জন্য প্রেরণা সৃষ্টি করেন। তাঁহাদিগকে বাহ্যতঃ মানুষের মত দেখিলেও তাঁহাদের আত্মাকে ফেরেস্তায় পরিণত করা হয়। আল্লাহতা'লা কোরান করীমে বলিয়াছেন, যাঁহারা খোদাতালার পথে শহীদ (martyre) হন তাঁহাদিগকে মৃত মনে করিও না, তাঁহারা জীবিত। ইহার অর্থ ইহাই যে, খোদাতা'লা ফেরেস্তা দ্বারা যে-কাজ করাইতে চাহেন সেই কাজ করিবার জন্য তাঁহারা অগ্রসর হওয়ায় তাঁহারা ফেরেস্তা হইয়া যান এবং ফেরেস্তায় পরিণত হওয়ায় তাঁহারা মরিতে পারেন না, কেননা ফেরেস্তা মরে না। এই জন্যই আল্লাহতা'লা শহিদগণ সম্বন্ধে বলেন, "তাঁহারা মৃত নহে, জীবিত এবং তাঁহারা নিজ প্রভুর সমীপে 'রেজেক' বা আহার্য্য প্রদত্ত হন।"

অতএব মক্কা ও মদিনাকে রক্ষা করিবেন বলিয়া আল্লাহতা'লার ওয়াদা থাকা সত্ত্বেও মোসলমানগণ ইহাদের রক্ষার দায়ীত্ব হইতে মুক্ত হয় নাই, বরং প্রত্যেক মোসলমানেরই ইহাদের হেফাজতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। এই সকল স্থান দিন দিনই যুদ্ধের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে, অথচ খোদাতা'লার কোন ইচ্ছা এবং আমাদের নিজেদের কোন গোনাহ্‌ বা পাপের দরুণ আমরা নিঃস্ব এবং ইহাদের হেফাজতের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারি না। মানুষের অধিকারে যে সামান্যতম ক্ষমতা আছে তাহা হইল ইহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নিজেদের প্রাণ বলি দিয়া দেওয়া। কিন্তু আমরা তাহাও করিতে পারি না। বর্ত্তমান এই সঙ্কটের সময় যে-একই মাত্র উপায় অবশিষ্ট আছে তাহা হইল আল্লাহতা'লার সমীপে দোয়া করা যেন তিনি এই সকল পবিত্র স্থান হইতে যুদ্ধকে দূর হইতে দূরান্তরে নিয়া যান এবং আপন অনুগ্রহে ইহাদের হেফাজত করেন। যে-খোদা আবরাহাকে † ধ্বংস করিবার জন্য আকাশ হইতে ওবা বা মহামারী প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই খোদা এখনো তাঁহার পবিত্র স্থান ও নিদর্শন সমূহের খাতিরে আক্রমণকারী শত্রুগণকে ধ্বংস করিবার ক্ষমতা রাখেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধের ভীষণ কুফল

বর্ত্তমান যুদ্ধের ভীষণ কুফল তাহারাই অনুমান করিতে পারেন যাহারা ইহার কতকটা ভোগ করিয়াছেন। বর্মা হইতে যাহারা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাদের দুঃখের কাহীনী শুনিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে এবং জীবন তুচ্ছ মনে হয়। বর্মাতে ১১ লক্ষ ভারতবাসী ছিল। তাহাদিগকে দেশে পৌছাইবার কোন উপায় ইংরাজদের হাতে ছিল না। তাই তাহাদিগকে পাহাড়ের পথে ৫০০ মাইল রাস্তা পদব্রজে হাটিয়া আসিতে হইয়াছে। আমার সঙ্গে এরূপ কতিপয় লোকের দেখা আছে যাহারা নিজ চক্ষে দেখিয়াছে যে, মা ছেলেকে কোলে লইয়া পদব্রজে চলিয়াছে, খাওয়ার কিছু নাই; পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর বা আশি মাইল হাটার ফলে পদতল ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, পা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; শিশুকে কোলে লইয়া চলা দূরের কথা শুধু পা উঠানই মুস্কিল; অবশেষে বাধ্য হইয়া শিশুকে গাছের তলায় শুয়াইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এক ব্যক্তি স্ত্রীকে নিয়া চলিয়া আসিতেছিল; স্ত্রী ক্লান্ত হইয়া পড়িল: স্বামীর কাঁধে ভর করিয়া চলিতে লাগিল, উঠিয়া পড়িয়া আসিতে লাগিল · কখন বা স্বামী তাহাকে কোলে লইয়া চলিতে লাগিল; অন্যান্য লোক পিছনে দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল এবং চীৎকার করিতে লাগিল যে, জাপানী নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে; স্বামী স্ত্রীকে কোলে করিয়া চলিতে চলিতে নিজেও ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তাহারও পা শিথিল হইয়া হইয়া পড়িল; অবশেষে সে বাধ্য হইয়া তাহাকে এক স্থানে বসাইল, তাহার মস্তক চুম্বন করিল এবং "খোদা হাফেজ" বলিয়া ফেলিয়া চলিয়া আসিল।

এইরূপ শত শত ঘটনা হইয়াছে যে মাতা সন্তানকে কোল হইতে ছাড়িয়া দিয়াছে, স্বামী স্ত্রীকে আশ্রয়-চ্যুত করিয়া মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, অথচ তাহারা নিজেরাও পৌছিতে পারিবে কি-না তাহাও জানা নাই। ভারতে তো মাত্র চারি লক্ষই পৌছিয়াছে, অবশিষ্ট সাতলক্ষ হইতে কত মরিয়াছে, কত এখনো বর্ম্মাতেই রহিয়াছে তাহা আল্লাহতা'লাই জানেন।

কিছু দিন হইল, একটি বালক আমার সঙ্গে দেখা করে। সে এখানে (অর্থাৎ কাদিয়ানে) তাহরিক জদীদ বোর্ডিং-এ থাকে। সে আমাকে তাহার পিতার চিঠি দেখাইল। তাহার পিতা সৈনিক বিভাগে চাকুরী করিতেন এবং আমার জ্ঞান মতে একজন খাটি আহমদী ছিলেন। তিনি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "বর্ম্মাতে যুদ্ধ নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ায় আমাদের সৈন্যদলকে ফিরিয়া আসিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। আমাকে সৈন্যদলের সঙ্গে জাহাজে পৌছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তোমার মাতা এবং অন্যান্য ভাই-বোন কাফেলা বা যাত্রীদলের সঙ্গে পদব্রজে চলিয়াছে। সেই যাত্রীদল তো বঙ্গদেশে পৌছিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন সংবাদ পাই নাই। আমি সরকার হইতে বেতন এবং ছুটি লইয়াছি এবং এখন আমি তাহাদের অনুসন্ধানে সেই পথেই পদব্রজে চলিলাম, কিন্তু বলিতে পারি না নিজেও জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারিব কি-না। অতএব আমি তোমাদিগকে (তাহারা কাদিয়ানে দুই ভাই) খোদার হাতে সপর্দ্দ করিতেছি।"

† এক বাদশাহ্‌, যে মক্কা আক্রমণ করিয়াছিল।

এরূপ ঘটনা একটি দুইটি নয়, শত শত। কিন্তু হৃদয় বিদীর্ণ করিবার জন্য একটিই যথেষ্ট। আমরা এরূপ অবস্থা কোন মানবের জন্যই সহ্য করিতে পারি না, এমতাবস্থায় ইহা সেই জাতির জন্য কেমন করিয়া সহ্য করিব, যাহারা আজ যতই জাহেল (অজ্ঞ) হউক না কেন, কিন্তু তাহাদের পিতা পিতামহ রসুল করীমের (ছাঃ) সম্মুখে এবং পিছনে থাকিয়া প্রাণ দিয়াছিলেন। সেই জাতির জন্য তো এই অবস্থা কল্পনা করিয়াও এক মোসলমানের হৃদয় ফাটিয়া যায়।

অতএব আমি বন্ধুগণকে নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য এবং দোয়া করিবার জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। দোয়া করুন, যেন আল্লাহতা'লা স্বয়ং সেই সকল স্থানের হেফাজত বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং এরূপ ব্যাকুল ভাবে দোয়া করুন যেরূপ ভাবে এক শিশু ক্ষুধায় ছটফট করিয়া চীৎকার করে, বা মাতা হইতে পৃথক হইবার কালে সন্তান এবং সন্তান হইতে বঞ্চিত হইবার কালে মাতা যেরূপ ভাবে রোদন-ক্রন্দন করেন সেইরূপ ভাবে আপন প্রভুর সমীপে রোদন-ক্রন্দন করিয়া এই দোয়া করুন—"হে আল্লাহ! তুমি স্বয়ং এই পবিত্র স্থান-সমূহের হেফাজত কর এবং যে-সকল পবিত্রাত্মা আঁ-হজরতের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরগণকে এবং তাঁহাদের দেশকে যুদ্ধের সেই ভয়ানক কুফল হইতে রক্ষা কর, যাহা অন্যান্য দেশে দেখা দিয়াছে, যে-কাজ আজ আমরা নিজেরা করিতে পারিতেছি না তাহা, হে খোদা, তুমি স্বয়ং করিয়া দাও এবং আমাদের হৃদয়ের দুঃখই আমাদের হাতের কোরবানীর কায়েম-মোকাম বা স্থলবর্ত্তী হউক।"

ভারতের সঙ্কট

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আরব হইতে প্রায় ২০০ মাইল পরেই ভারতের এলাকা আরম্ভ হয়। আরবদের নিকট অন্য কোন অস্ত্র না থাকিলেও তরাবারী আছে, কিন্তু আমরা ভারতবাসীদের হাতে তরবারীও নাই। দ্বিতীয়তঃ ১১ লক্ষ লোকের পক্ষে বাহির হইয়া যাওয়া সহজ; কিন্তু বর্ম্মা হইতে ১১ লক্ষ লোকই যখন বাহির হইতে পারিল না, এমতাবস্থায় আমরা ৩৩ কোটি লোক কোথায় যাইব। আমাদের তো চলিবার জন্য রাস্তাও পাওয়া যাইবে না এবং বিপদ উপস্থিত হইলে শুইবার জন্যও স্থান পাওয়া যাইবে না। দুনিয়াতে লোক-সংখ্যাধিক্য একটা রহমত বা আশীষ বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু এরূপ সময় উহা একটা অভিশাপে পর্য্যবসিত হয়। এতদ্ব্যতীত, কয়েক শত বা কয়েক হাজার লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, কিন্তু কোটি কোটি লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা কে করিতে পারে?

অতএব স্বদেশের 'হেফাজত' (সংরক্ষণ) এবং ইহার বিপদের প্রতিও লক্ষ্য রাখিও এবং ইহার জন্যও দোয়া করিও। অবশ্য আমাদের পক্ষে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইল পবিত্র স্থান-সমূহ; পবিত্র স্থান-সমূহের হেফাজতের প্রশ্নের পরই হইল স্বদেশের হেফাজতের প্রশ্ন। আমাদের হৃদয়ে স্বদেশ রক্ষার দরদ ও আগ্রহ হইতে পবিত্র স্থান-সমূহ রক্ষার জন্য দরদ ও আগ্রহ অনেক অধিক। হিন্দুগণ সর্ব্বদাই আপত্তি করিয়া থাকে যে, মোসলমানদের হৃদয় আরবে সংলগ্ন আছে। কিন্তু এই আপত্তিকারিগণ অজ্ঞ। তাহারা জানে না যে, প্রকৃত মানুষ তিনিই যাহার হৃদয়ে খোদাতে সংলগ্ন। আমাদের হৃদয় যদি অরবের সহিত সংবদ্ধ থাকে, তবে ইহাতে কাহারো আপত্তি করিবার কি আছে? স্বদেশ-প্রেমের ব্যাপারে প্রত্যেক জ্ঞানী মোসলমানই ইহার জন্য ঠিক তেমনি দরদ রাখেন যেমন কোন শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর হিন্দু রাখিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার এ অর্থ নয় যে, আমরা যদি পবিত্র স্থানসমূহকে স্বদেশের উপর স্থান দেই তবে ইহা আপত্তির কথা হইতে পারে। এরূপ হইলে তো কল্যই এক অজ্ঞ হিন্দু এই আপত্তিও করিয়া বসিতে পারে যে, মোসলমানগণ খোদাতালাকে গান্ধীর উপরে স্থান দেয়। অতএব হিন্দু ভ্রাতাদের বুঝা উচিত যে, দেশ-প্রেম এবং ধর্ম্ম-প্রেম উভয়ই আপন আপন স্থানে আছে, ইহারা পরস্পর বিরোধী নহে, বরং উভয়েরই স্থান পৃথক পৃথক। আমরা একথা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না যে, কোন হিন্দু দেশ-প্রেমে আমাদের চেয়ে অধিক। কেবল যদি দেশ রক্ষার প্রশ্নই উঠে তবে আমরা দেশের জন্য তাহাদের চেয়ে অধিক কোরবানী বা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু ধর্ম্মের মোকাবেলায় আমরা স্বদেশকে উপরের স্থান দিতে পারি না। কোন স্থলে যদি ভাই এবং মা উভয়ের রক্ষার প্রশ্ন উঠে তখন মার জন্য ভাইকে কোরবান (বলি) করিয়া দিলে আহমক ছাড়া আর কেহই আপত্তি করিবে না। আর যদি পিতামাতা এবং রসুলের রক্ষার প্রশ্ন উঠে তখন কোন আহামকই এ আপত্তি করিবে যে, পিতামাতাকে পিছনে ফেলিয়া রসুলকে অগ্রগণ্য করিল।

অতঃপর হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) জনৈকা আরব মহিলার কথা উল্লেখ করেন যিনি অহুদ যুদ্ধে রসুল করীমের (ছাঃ) শহীদ হওয়ার ভ্রান্ত খবর শুনিয়া যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকারী এক ব্যক্তিকে রসুলের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে সেই ব্যক্তি প্রথম তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর শহীদ (ধর্ম্মের জন্য নিহত) হওয়ার কথা শুনান এবং তৎপর একে একে তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রের শহীদ হওয়ার কথা শুনান, কিন্তু প্রত্যেক বারই সেই মহিলা রসুল করীম (ছাঃ) কেমন আছেন তাহাই জিজ্ঞাসা করেন এবং আপন স্বামী, ভ্রাতা পুত্রের শহীদ হওয়ার খবরে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই এবং যখন জানিতে পারিলেন যে, রসুল-করীম (ছাঃ) নিরাপদই আছেন তখন বলিয়া উঠেন, "তবে আর কাহারো শহীদ হওয়ায় আমার কোন দুঃখ নাই।"

অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) বলেন:—

এই মহিলার কি আপন স্বামীর প্রতি বা আপন ভ্রাতার প্রতি বা আপন পুত্রের প্রতি ভালবাসা ছিল না? সকলের প্রতিই ছিল, কিন্তু ভালবাসারও স্তর আছে। রসুলের প্রতি তাঁহার ভালবাসা সকলের উপরে ছিল। অতএব যাহারা মনে করে যে, সকল ভালবাসা দেশের ভালবাসায়ই কেন্দীভূত হওয়া উচিত তাহারা আহমক এবং অজ্ঞ। আমরা খানা-কাবা বা মক্কার ঘরকে আপন দেশ হইতে অধিক ভালবাসি বলিয়া যদি কোন

হিন্দু আপত্তি করে তবে আপন অজ্ঞতারই পরিচয় দেয় এবং এরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির খাতিরে আমরা সেই পবিত্র স্থান মমূহের ভালবাসাকে পিছনে ফেলিতে পারি না। কিন্তু ইহার এ অর্থও নয় যে, আমরা স্বদেশ-প্রেমে সেই আপত্তিকারী হইতে পিছনে; অবশ্য আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রতি প্রেম অধিক, কিন্তু ইহার এই অর্থ নহে যে, স্বদেশের প্রতি আমাদের প্রেম নাই। আমাদের দেশ বিপদাপন্ন হইলে আমরা দেশের জন্য কোরবানী বা ত্যাগ স্বীকারে কোন হিন্দু হইতে পিছনে থাকিব না, কিন্তু যদি দেশ এবং পবিত্র স্থানসমূহ উভয় বিপদাপন্ন হয় তবে শেষোক্ত বস্তুর রক্ষার বিষয় আমরা অগ্রগণ্য করিব, কারণ ইহা ধর্ম্ম এবং জীবন্ত খোদার নিদর্শন সমূহের রক্ষার প্রশ্ন। অবশ্য আমরা আরবের পাথরগুলিকে ভারতের পাথরগুলির উপরে স্থান দিব না, কিন্তু যে-সকল পাথরকে খোদাতা'লা ফজিলত বা শ্রেষ্ঠস্থান দিয়াছেন, সেগুলিকে আমরাও শ্রেষ্ঠস্থান দিব। অতঃপর হজরত আমীরুল-মোমেনীন কায়েস কর্ত্তৃক লায়লার কুকুরকে চুম্বনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়া বলেন, কোন জড়বাদী হিন্দু স্বদেশ ও খোদাতলার নিদর্শন সমূহের মধ্যে পার্থক্য কি বুঝিবে? সে ঐশীজ্ঞান ও পুণ্যের অভাবে এই প্রভেদ বুঝিতে পারিবে না। যাহাহউক, ভারত আমাদের অবশ্যই প্রিয়, ইহার প্রতি অনুপরমাণু আমাদের নিকট প্রিয়। বাহির হইতে যদি কোন আক্রমণকারী ইহাকে আক্রমণ করে তবে কোন কোন হিন্দুর এই আপত্তি সত্বেও আমরা ভারত রক্ষার ব্যাপারে অপর হইতে পিছনে থাকিব না, বরং আগে থাকিব, সেই আক্রমণকারী কোন মোসলমানই হউক না কেন। "হুব্বুল-ওয়াতন মিনাল ইমান"—দেশ-প্রেম আমাদের ইমানের অংশ। কিন্তু যে-সকল গলিতে প্রিয় মোহাম্মদ (ছাঃ) বিচরণ করিতেন এবং যে-সকল পাথরকে খোদাতা'লা আমাদের উপাসনা-স্থান করিয়াছেন সেগুলি আমাদের স্বদেশ হইতেও প্রিয়তর; ইহাতে যদি কোন হিন্দু বা খৃষ্টান হিংসুক জ্বলে তবে জ্বলিয়া মরুক, আমরা ইহার কোন পরওয়া করি না।

শেষ-যুগের সর্ব্বধর্ম্ম-প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হইবার দাবীকারক হজরত মীরজা গোলাম আহমদের (আঃ) কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী

পূর্ব্বানুবৃত্তি

নবম কিস্তি

জগতের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

ইতিপূর্ব্বে আমরা শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ সম্বন্ধে কোরান-হাদীস, বাইবেল ও হিন্দু শাস্ত্রের কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করিয়াছি। পাঠক দেখিয়াছেন, তৎ-সমুদয় ভবিষ্যদ্বাণীই এযুগে এবং হজরত আহমদের (আঃ) মধ্যে পূর্ণ হইয়াছে। এগুলি সমবেত ভাবে বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বর্ত্তমান যুগই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনের যুগ এবং হজরত আহমদই (আঃ) সেই বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ।

এতদ্ব্যতীত প্রেরিত-পুরুষগণের সত্যতার অপর এক নিদর্শন এই যে, খোদাতা'লা তাঁহাদের নিকট গয়েবের (অর্থাৎ ভবিষ্যতের) কথা প্রকাশ করেন। হজরত আহমদের (আঃ) নিকটও আল্লাহতালা বহু গয়েবের কথা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার সত্যতার প্রমাণ-স্বরূপ সেগুলি জগতের সম্মুখে পেশ করিয়াছেন। সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণী যথা-যথ ভাবে এবং অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়া তাঁহার সত্যতাকে স্পষ্ট দিবালোকের মত প্রতিপন্ন করিয়াছে ও করিতেছে। এসম্বন্ধে বিস্তারিত জানিবার জন্য তাঁহার প্রণীত বারাহীনে-আহ্‌মদীয়া, হকীকাতুল-অহি, তরীয়াকুল-কুলুব, নজলুল-মসিহ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। নিম্নে নমুনা স্বরূপ মাত্র কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করা গেল।

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন :—

১। **"বঙ্গদেশ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে আদেশ জারি করা হইয়াছিল তাহা রহিত হইবে এবং বাঙ্গালীদের মনস্তুষ্টি করা হইবে।"** (বদর ২য় খণ্ড, ৭ম সংখ্যা, ২য় পৃঃ, ১৯০৬ খৃঃ)।

বঙ্গ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে যখন গবর্ণমেণ্টের স্থির-সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহা রহিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না তখন ১৯০৬ সনে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল।

অতঃপর ১৯১১ সনে ভূতপূর্ব্ব সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ভারতে আসিয়া বঙ্গভঙ্গ রহিত করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছেন।

২। **"পূর্ব্বদেশে এক শক্তির অভ্যুত্থান হইবে এবং কোরীয়ার বিপদ হইবে।"** (১৯০৪ সনের ভবিষ্যদ্বাণী, ১৯০৫ সনের ১০ই জুলাই তারিখের আলহাকামে প্রকাশিত)।

জাপানের অভ্যুত্থান এবং কোরিয়ার পতনে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

৩। **"কাবুলে প্রায় ৫০ হাজার লোকের প্রাণ বিনাশ হইবে।"** (বদর, ২য় খণ্ড, ১১শ সংখ্যা, ৩য় পৃঃ, ১৯০৭ খৃঃ)।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর কাবুলে একবার কলেরায় প্রায় ৫০ হাজার লোকের প্রাণ নাশ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাচ্চাই সাকোর বিদ্রোহের সময়ও প্রায় ৫০ হাজার লোক কাবুলে নিহত হইয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

৪। **"পাঞ্জাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইবে।"** (বারাহীনে-আহমদীয়া, ৫১৮ পৃঃ)।

১৮৯৮ সনে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ১৯০৩ সনে পাঞ্জাবে এক প্রলয়ঙ্কর প্লেগ দেখা দেয়। তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ নাশ হয় এবং শত-সহস্র গ্রাম উজাড় হয়।

৫। **"ভূমিকম্প আসিবে, কঠোর ভাবে আসিবে, ভূমি ওলট পালট হইয়া যাইবে"; "ভূমিকম্পের ধাক্কা আসিবে, স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসভবন সমূহ বিধ্বস্ত হইবে"; "প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইবে"; "পুনঃ পুনঃ বসন্তকালে হইবে"; "এই নিদর্শন পাঁচ বার দেখান হইবে।"** (১৯০৩, ১৯০৪, ১৯০৫, ১৯০৬ ও ১৯০৭ সনের ভবিষ্যদ্বাণী, বদর ও আল্‌হাকাম পত্রিকায় প্রকাশিত)।

ভূমিকম্প সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বহু বার অবতীর্ণ হইয়াছে এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর জগতের সর্ব্বত্র ভূরি ভূরি ভূমিকম্প হইয়াছে ও হইতেছে যাহার দৃষ্টান্ত কোন যুগের ইতিহাসে খুজিয়া পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া ভারতের কাঙ্গারা, মুঙ্গের ও কোয়েটা এবং জগতের আরো নানা স্থানে কয়েকটি প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছে এবং তাহাতে স্থায়ী-অস্থায়ী গৃহসমূহ বিধ্বস্ত হইয়াছে। সম্প্রতি কনষ্টান্টিনোপলেও এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

৬। **মহামারীর প্রকোপ হইবে।** (বদর ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৬নং, ১৯০৭ খৃঃ)।

জগৎ ব্যাপিয়া কলেরা, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগ, বসন্ত ইত্যাদি বহু মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং তাহাতে কোটি কোটি লোকের প্রাণ-নাশ হইয়া এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ হইয়াছে ও হইতেছে।

৭। **"নূহের যুগের অবস্থা দেখা দিবে" অর্থাৎ তুফান ও প্লাবন হইবে।** (হকীকাতুল-অহি, ২৫৬ পৃঃ, ১৯০৬ খৃঃ)।

এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী জগতের বহু স্থানে প্রলয়ঙ্কর প্লাবন ও তুফান হইয়াছে যাহাতে সহস্র সহস্র মানব ও পশু-পক্ষী ও অগণিত ফল-ফসল বিনষ্ট হইয়াছে। আমাদের এই বাংলা দেশে তো প্রায় বছর বছরই নূহের যুগের প্লাবন হইতেছে। গত বৎসরেও বরিশাল ও নোয়াখালিতে প্রলয়ঙ্কর প্লাবন হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান যুদ্ধে জাহাজ-ডুবি দ্বারাও সহস্র লোক জলমগ্ন হইয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতেছে।

১। **"চতুর্দ্দিকে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইবে।"** (বদর, ৭ম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, ৪র্থ পৃঃ, ১৯০৮ খৃঃ)।

বিগত মহা যুদ্ধ ও বর্ত্তমান মহা যুদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিপ্লবাদি দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে ও হইতেছে।

২। **"এক বিপ্লব হইবে যাহাতে জারের ন্যায় প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাটেরও অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে।** (বারাহীনে আহমদীয়া ৫ম খণ্ড, ১২০ পৃঃ ; ১৯০৬ সনের ভবিষ্যদ্বাণী)

বিগত মহা যুদ্ধে রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলনে ১৯১৮ সনে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। জারের শোচনীয় পতনের কথা সকলেই বিদিত আছেন। তাহার শোচনীয় পতনের বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশ করা হইবে, ইন্‌শা-আল্লাহ্‌।

৩। **"পারস্য সম্রাটের প্রাসাদে কম্পন উপস্থিত হইবে।"** (বদর, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯০৬ খৃঃ)।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর অল্পকাল পরেই পারস্য সম্রাট সিংহাসনচ্যুত হন এবং তথায় পার্লিয়ামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। পুনঃ রেজা শাহ্‌ সর্ব্বশেষ পারস্য সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন আরোহণ করেন এবং পুনরায় সম্প্রতি রেজা শাহ্‌ সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণী তিনবার পূর্ণ হইয়াছে।

৪। **"আকাশ অগ্নি বর্ষণ করিবে।"** (দুর্‌রে-সামীন)

বর্ত্তমান যুদ্ধে এরোপ্লেন হইতে বর্ষিত আগুনে বোমা দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে ও হইতেছে।

৫। **"অট্টালিকা-সমূহ ভূমিসাৎ হইবে।"** (আল-অসিয়ত, ১৯০৪)।

ইতিপূর্ব্বে ভূমিকম্প-সমূহ দ্বারা অট্টালিকা সমূহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে উরু জাহাজ হইতে নিক্ষিপ্ত বিস্ফোরক বোমা দ্বারা ইহা সংঘটিত হইতেছে।

৬। **"সহরগুলিকে দেখিলে কান্না আসিবে" অর্থাৎ নগর-সমূহ বিধ্বস্ত হইবে।** (বদর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০ সংখ্যা, ১৯০৭ খৃঃ)।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ইউরোপে শত শত সহর ও নগর বিধ্বস্ত হইয়াছে ও হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে জগতে ভূমিকম্পেও কয়েকটি সহর ও নগর বিধ্বস্ত হইয়াছে, যথা—কোয়েটা, মুঙ্গের, কাঙ্গারা।

৭। **"লক্ষ লক্ষ লোক বিধ্বস্ত হইবে।"** (বদর, ২য় খণ্ড, ১৩শ সংখ্যা, ১৯০৩ খৃঃ)।

তাহাও বর্ত্তমান যুদ্ধে হইয়াছে ও হইতেছে এবং বিগত যুদ্ধেও হইয়াছে। বিগত যুদ্ধে ৪০ লক্ষ লোক হতাহত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রায় সপ্তাহে সপ্তাহেই আমরা লক্ষ লক্ষ লোক হতাহত হওয়ার সংবাদ পাইতেছি।

৮। **"মৃত্যুর তাণ্ডব লীলা দেখা দিবে, ভীষণ মৃত্যু ঘটনায় এক প্রলয়ের অবস্থা সৃষ্টি হইবে।"** (আলবদর, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা, ৩য় পৃষ্ঠা, ১৯০৫ সনের ভবিষ্যদ্বাণী)।

বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধ, মহামারী, প্লাবন ও ভূমিকম্প দ্বারা এই প্রলয়ঙ্কর মৃত্যু-লীলা সংঘটিত হইতেছে।

স্বীয় উন্নতি ও কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

এতদ্ব্যতীত হজরত আহমদ (আঃ) স্বীয় উন্নতি ও কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধেও আল্লাহতা'লার নিকট হইতে অনেক সুসংবাদ পাইয়া বহু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা গেল :—

১৬। **"চতুর্দ্দিক হইতে এবং দূর দূরান্তর হইতে এত লোক তোমার নিকট আসিবে যে রাস্তা ক্ষয় হইয়া যাইবে।"** (হকীকাতুল-ওহি, ৭৩ পৃঃ, ১৯০৬ খৃঃ)

তিনি যখন এই এলহাম (ঐশীবাণী) প্রাপ্ত হন তখন কেহই তাঁহাকে জানিত না ; তিনি এক পল্লীগ্রামের এক নিভৃত কোণে

অজ্ঞাত ভাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কোন পীর-জাদা, নবাব-জাদা, বা আলীম-ফাজেল ছিলেন না। কিন্তু তথাপি এই এল্‌হাম প্রাপ্তির পর দুনিয়ার চতুর্দ্দিক হইতে লোক তাঁহার নিকট আসিতে থাকে; বিরুদ্ধবাদিগণের আপ্রাণ বিরুদ্ধ চেষ্টা এবং কঠোর বয়কট ও পিকেটিং সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার নিকট আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করে এবং তাঁহার জন্য নানাবিধ দ্রব্য উপহার নিয়া আসে। তাঁহার জীবদ্দশায়ই প্রায় দুই লক্ষ লোক তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তাঁহার মেহমানখানা বা অতিথিশালায় আজ প্রত্যহ প্রতি বেলায় ৩০০ শত লোকের খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে এবং তাঁহার অনুসরণকারিগণ ছাড়া বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মের বহু লোকও সর্ব্বদা দূর-দূরান্তর হইতে তাঁহার ধর্ম্ম-কেন্দ্রে আগমন করিতেছেন। আজ প্রতিবৎসর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বাৎসরিক সম্মিলনে ত্রিশ চল্লিশ হাজার লোকের সমাগম হয় এবং দিন দিনই এই লোকসমাগম বৃদ্ধি পাইতেছে।

১৭। **"আমি তোমার প্রচার দুনিয়ার কোণায় কোণায় পৌঁছাইয়া দিব।"** (আল্‌হাকাম, ২য় খণ্ড, ২৪ সংখ্যা, ১৪ পৃঃ)

এই 'এলহাম' যখন তাঁহার উপর অবতীর্ণ হয় তখন তাঁহার নিকট কোন মিশন, মিশনারী বা তবলীগ ফাণ্ড কিছুই ছিল না; তাঁহার নিকট কোন জনবলও ছিল না এবং মাসিক পাঁচ টাকা আয়েরও তাঁহার কোন পথ ছিল না। কিন্তু আজ তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী দুনিয়ার কোণায় কোণায় ছড়াইয়া পড়িয়াছেন এবং দুনিয়া ব্যাপিয়া ইসলামের বাণী প্রচার করিতেছেন। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি বহু দূরবর্ত্তী দেশ-সমূহেও তাঁহার মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ঐ সকল দেশে সহস্র সহস্র লোক ইসলাম ও আহমদীয়ত গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আজ প্রতিবৎসর তাঁহার জমাত হইতে ছয় লক্ষেরও অধিক টাকা এই প্রচার-কার্য্যে ব্যয় হইতেছে।

১৮। **"যে ব্যক্তি তোমার সাহায্য করিবে আমি তাহাকে সাহায্য করিব"; "যে-ব্যক্তি তোমাকে অপদস্থ করিতে চাহিবে আমি তাহাকে অপদস্থ করিব।"** (হকীকাতুল-ওহি, ৭২ পৃঃ, ১৯০৬ খৃঃ)

বস্তুতঃ যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন আল্লাহতা'লা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। আহমদীয়া জমাতের প্রত্যেক মুখলেস বা খাটি আহমদীর জীবন ইহার সাক্ষ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব মিশনারী ডাঃ মুফ্‌তি মোহাম্মদ সাদেক, বর্ত্তমান মিশনারী সুফি এম, আর, বেঙ্গলী, ইংলণ্ড ও আফ্রিকার ভূতপূর্ব্ব মিশনারী মৌলানা আবদুর রহীম নাইয়ার, ইংলণ্ডের বর্ত্তমান মিশনারী মৌলানা জালালউদ্দীন শামস ও সার জাফরউল্লাহ খান এই কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহারা হজরত আহমদকে (আঃ) সাহায্য করিয়াছিলেন ও করিতেছেন বলিয়া নিজ নিজ জীবনে বিস্ময়কর ভাবে উন্নতি করিয়াছেন ও করিতেছেন।

পক্ষান্তরে যাহারা তাঁহাকে অপদস্থ করিতে চাহিয়াছিল তাহারা নিজেরাই অপদস্থ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন বাটালবীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি তাঁহাকে অপদস্থ করিতে চাহিয়া নিজেই অপদস্থ হইয়াছেন। তিনি পাঞ্জাবে লাট মৌলবী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কোন স্থানে গেলে হাজার লোক তাহার সম্বর্দ্ধনার জন্য হাজির হইত। কিন্তু হজরত আহমদকে (আঃ) অপদস্থ করিতে যাইয়া তিনি নিজেই অপদস্থ হইয়াছেন। তাঁহার অপদস্থ হওয়ার বিস্তৃত বিবরণ পরে উল্লেখ করা যাইবে, ইন্‌শাআল্লাহ। এইরূপ আরো কতিপয় মোল্লা-মৌলবী, পাদরী-পণ্ডিত তাঁহাকে অপদস্থ করিতে প্রয়াস পাইয়া নিজেরাই অপদস্থ হইয়াছে।

১৯। **"আমি তোমার গৃহের অন্তর্ভুক্ত সকলকেই রক্ষা করিব।"** (হকীকাতুল-ওহি, ৭৩ পৃঃ)

পাঞ্জাবে যখন ভীষণ ভাবে প্লেগ দেখা দিয়াছিল তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল। তখন তাঁহার গ্রামে এবং তাঁহার বাটির চতুষ্পার্শ্বে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু খোদার ফজলে তাঁহার বাটির চারি প্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ একটি ইঁদুরও প্লেগে মারা যায় নাই। অতঃপরও আরো কয়েকবার এই ভবিষ্যদ্বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে চারি প্রাচীর দ্বারা কেবল ঈটের প্রাচীর বুঝায় না বরং যাহারা তাঁহার শিক্ষার পূর্ণরূপে অনুসরণ করিবে তাঁহারাও এই প্রাচীরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। বস্তুতঃ উপরুক্ত প্লেগের সময় পাঞ্জাবে প্রায় দুই লক্ষ লোক মারা যাওয়া সত্ত্বেও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী হইতে কোন ব্যক্তি সেই প্লেগে মারা গিয়াছে কি-না সন্দেহ। এরূপও ঘটনা হইয়াছে যে, গ্রাম কি গ্রাম উজার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই গ্রামের আহমদীগণ বাঁচিয়া গিয়াছে। এরূপ একটি দুইটি নয়, শত শত ঘটনা হইয়াছে। ফলতঃ এই প্লেগের সময় এই অলৌকিক সাহায্য দেখিয়া হাজার হাজার লোক আহমদী হইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, সকল আজাব হইতেই এবং বর্ত্তমান আজাব হইতেও আল্লাহতা'লা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে এই ভাবে রক্ষা করিবেন।

২০। **"খোদা প্রবল আক্রমণ-সমূহ দ্বারা তোমার সত্যতা প্রকাশ করিবেন।"** (হকীকাতুল-ওহি, ৮৬ পৃঃ)

পাঞ্জাবের প্লেগ এই প্রবল আক্রমণ সমূহের অন্যতম ছিল। এতদ্ব্যতীত কাঙ্গারা, কোয়েটা, মুঙ্গের, কন্‌ষ্টান্টিনোপল ও অন্যান্য জায়গার ভূমিকম্প, ১৯১৪ সনের মহা যুদ্ধ, বর্ত্তমান মহা যুদ্ধ, দুনিয়ার সর্ব্বত্র প্রলয়ঙ্কর প্লাবণ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক কলহ ও রক্তপাত ইত্যাদি এই প্রবল আক্রমণ সমূহেরই অন্তর্ভুক্ত।

২১। **"যুক্তিতর্কে তোমার শিষ্যগণ অন্যান্য সকলের উপর জয়ী হইবেন।"**

বস্তুতঃ আজ আহমদীয়া জমাতের শত্রুগণও একথা স্বীকার করিতেছে যে, আহমদীদের সঙ্গে যুক্তি-তর্ক পারা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ খৃষ্টান পাদরী ডাক্তার জুইমারও প্রকারান্তরে একথা স্বীকার করিয়াছেন এবং আহমদীদের যুক্তির সম্মুখে টিকিতে না পারিয়া সমস্ত খৃষ্টান জগতকে আহমদীদের সঙ্গে তর্ক হইতে

Regd. No. C.—1356
The Fortnightly Ahmadi
4 Bakshi Bazar, Dacca
Dated 31st July, 1942

বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন বস্তুতঃ আজ নাস্তিকই বলুন, বা অন্য যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বীই বলুন, সকলই আজ তাঁহার শিষ্যগণের নিকট যুক্তি-তর্কে নাকাল হইতেছে এবং আহমদীয়া জমাতের শত্রুগণও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছে যে, আহমদীদের সঙ্গে তর্কে পারা যায় না।

২২। "আমি তোমাকে রক্ষা করিব।" (হকীকাতুল-অহি, ৭৯পৃঃ)

এই ঐশীবাণী প্রাপ্তির পর তিনি সমস্ত জগতকে চেলেঞ্জ দিয়া জানান যে, আল্লাহতা'লা তাঁহাকে সকল আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন এবং দুনিয়ার কোন শক্তি তাঁহাকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। এই চেলেঞ্জের পর তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন। বিরুদ্ধবাদীগণ তো পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মৃত্যুকামনা করিতেছিল, এবং এই চেলেঞ্জের পর তাহারা তাঁহাকে বধ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল এবং নানারূপ ষড়যন্ত্র করিল। কেহ তাঁহাকে বধ করিবার জন্য গুপ্ত-ঘাতককে প্রেরণ করিল, কেহ (যেমন পাদরী মার্টিন ক্লার্ক) তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের মামলা দায়ের করিল—ইত্যাদি নানা উপায়ে শত্রুগণ তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিল। কিন্তু খোদাতা'লা তাঁহাকে সকলের হাত হইতেই রক্ষা করিলেন, কেহই তাঁহাকে শত ষড়-যন্ত্র ও শত চেষ্টা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিল না। এমন কি, কোন কোন গুপ্ত-ঘাতক তাঁহাকে বধ করিতে আসিয়া তাঁহার পবিত্র চেহারা দেখা মাত্র নিজেদের দুরভিসন্ধি ভুলিয়া যায় এবং পরে নিজেদের দুরভিসন্ধির কথা স্বীকার করিয়া তৌবা করতঃ তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলী ভুক্ত হইয়া যায়। এরূপ কতিপয় লোক এখনো জীবিত আছেন। পাদ্‌রি মার্টিন ক্লার্ক তাঁহার বিরুদ্ধে যে-ব্যক্তিকে দাঁড় করাইয়া মিথ্যা খুনের মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিল সে-ব্যক্তিও নিজেই আদালতে নিজ অপরাধ ও মিথ্যুক্তি স্বীকার করিয়া ফেলে। এইরূপে আল্লাহতা'লা বহু আক্রমণ হইতে অলৌকিক ভাবে তাঁহাকে রক্ষা করেন। (ক্রমশঃ)

ছয় মাসের জন্য নূতন প্রাদেশিক আমীর নিয়োগ

আমাদের শ্রদ্ধেয় আমীর আল্‌হজ্ব খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব বি-এ, বি-টি অসুস্থ থাকায় হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) তাঁহাকে ছয় মাসের ছুটি দিয়াছেন এবং তাঁহার স্থলে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলবী আবুল হুসেন সাহেবকে, (সাবরেজীষ্ট্রার, হুসেনপুর, ময়মনসিংহ) ছয় মাসের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর নিযুক্ত করিয়াছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতা'লা আমাদের নূতন কায়েম-মোকাম আমীর মহোদয়ের এই নব-নিয়োগ তাঁহার নিজের জন্য এবং জমাতের জন্য সর্ব্বতোভাবে বা-বরকত বা কল্যাণময় করেন—আমীন, এবং আমাদের প্রাক্তন আমীর মহোদয়কেও পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন দান করেন, আমীন। তিনি বর্ত্তমানে কাদিয়ানে আছেন।—জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ আঃ, আঃ

—বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান—

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ—ভারতের সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম্-এ এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন), এম্-সি-এস্ (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

মৃতসঞ্জীবনী (রেজিষ্টার্ড)—প্রসূতিকে সেবন করাইতেই হইবে। জ্বর, সূতিকা, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, রক্তাল্পতা রোগান্তে দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি অবস্থায় সর্ব্বদা প্রযোজ্য। মূল্য বড় বোতল ৪৷৷০, মধ্যম ২৷৷০ ও ছোট ১৷৷০ টাকা মাত্র।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত)—নিত্যপ্রয়োজনীয় ও সর্ব্বরোগ নাশক। তোলা ৪৲।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাস—সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক ও অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ। সের ৩৲ টাকা।

শুক্রসঞ্জীবন (রেজিষ্টার্ড)—ইহা সেবনে ধাতু দৌর্ব্বল্য, রক্ত হীনতা, স্বপ্নদোষ প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ণ। সের ১৬৲ টাকা।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক, প্রভৃতি জরায়ু দোষ ও মাবতীয় দুরারোগ্য স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ৭ মাত্রা ২৲ ৫০, মাত্রা ৫৲

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B L. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).